‘সেভেন্থ্ সীল’ ও একটি অসম্পূর্ণ চিত্রনাট্য

স্বপন রায়

শেষমেশ …

১৯৫৩-৫৪ সালে ইংগমার বার্গম্যান একটি নাটক লিখেছিলেন, Trämålning (Wood Painting) নাম দিয়ে।পরে নিজের আত্মজীবনীতে(দ্য ম্যাজিক ল্যানটার্ন) তিনি লেখেন এই নাটকটিই ধীরে ধীরে ‘দ্য সেভেন্থ্ সীল’-এর চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হয়।

আমার ভূমিকা থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে বলল,জানি।ওই ‘সেভেন্থ্ সীল’ ভেঙে কী বেরোল তাও জানি। সাতটা দেবদূত,তাদের ট্রাম্পেটিয় আবির্ভাব (ভেড়ার সৌজন্যে) আর ওই সাতটি বিচার-পাত্র,জানি স্যার! আপনি ফিল্ম পড়েন না দেখেন?

-দুটোই

-ফিল্মে ‘বিটুইন আই অ্যান্ড ক্যামেরা’ অনেক ‘স্লিপ’ থাকে,থাকেই, যা আর ফিরে আসে না। একটা পাখি উড়ে গেল, চোখ নিল, ক্যামেরা নিল না, হয় তো? আবার ওই ওড়াটা, ওই একশো শতাংশ একইরকমের ওড়া পাখিটার আর সারা জীবনেও হবে না। বার্গম্যান এই ‘রিভিলেশন’টিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন আবার প্রশ্নগুলো তোলার জন্য। বিশ্বাস আর প্রশ্ন একসঙ্গে থাকতে পারে না।

আমি বিরক্ত হচ্ছিলাম।

আমি ‘সেভেন্থ্ সীল’ অনেক আগে দেখেছিলাম। চোদ্দোশ সালের একটা সুইডিশ গ্রাম। নাইট অ্যান্তোনিয়াস ব্লক আর তার ‘স্কয়ার’ জোন্স ক্রুসেড ফেরত বিধ্বস্ত আর ক্লান্ত শরীর নিয়ে ফিরে আসে, প্লেগের মহামারীতে বিধ্বস্ত তখন সারা দেশ, তার নিজের গ্রামও আতঙ্কে কাঁপছে। অ্যান্তোনিয়াস নিজে কিছুটা বিভ্রান্ত, কিছুটা আবার নাইটসুলভ জেদের জন্য অবিচলিতও। ক্রুসেড এবং প্লেগের মৃত্যু কোনও ঈশ্বর থামাতে পারেনি। ধর্মের সঙ্গে জীবনের অসঙ্গতিগুলো যখন তার কাছে রহস্যভেদক হয়ে উঠতে চাইছে, আমার মনে হয়েছিল, জানিনা কেন যে, মৃত্যুর সঙ্গে দেখা হওয়াটা অনিবার্য ছিল না। যদি অনিবার্য হত, ‘সেভেন্থ্ সীল’ একটি নিয়তিবাদী মামুলি ছবি হয়ে যেত,বরং মৃত্যু এসেছে ‘ডেভিলস এডভোকেট’ হয়ে। অ্যান্তোনিয়াসের সঙ্গে তার দাবা খেলায় যে প্রতর্কের আবহাওয়া তৈরি হয় তাতেই ধুনো দিয়েছে ‘গুনার ফিশারে’র ক্যামেরায় ধরা কৌণিক প্রক্ষেপগুলো। যেখানে আধিভৌতিকতা কম, যুক্তি বেশি, অথচ আমার কেন জানিনা এখনো

মনে হয় কোথাও না কোথাও আধিভৌতিক আবহ যুক্তির সারবত্তাকে ম্লান করে দেয় 'মৃত্যু নাচ'-এর দৃশ্যে যুক্তি একটা ধাক্কা খায়,আর ধাক্কাটা দেখতে পায় ওই একজনই, 'জফ', যার দিব্যদর্শনের ক্ষমতা আছে।

বলল, সেতো বুঝলাম। এটাই আপনার রিডিং? বার্গম্যান কতগুলো প্রশ্ন তৈরি করেছেন একেবারে নতুন ভাষায়। বলা ভাল, সিনেমার নতুন ভাষায়। ধর্ম নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন বটে তবে ধার্মিক ছিলেন না। বলেওছিলেন, 'I hope I never get so old I get religious' আর আপনি কীসব মামুলি 'রিডিং' লিখে পাতা ভরাচ্ছেন, কী হবে এসব করে?

-কী হবে মানে? আমি কিছু হতে চাই না

-বেশ, তবে কিছু না হতে চাওয়া বেশ একটা শীত বইয়ে দেয়। শুকনো খরখরে, ঠাণ্ডা আলস্য। যেন ধু ধু প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছেন। ক্যামেরা প্যান করছে। 'এরিয়াল শট'। ওপর থেকে নিচে। সময় ২০২০। সারা দুনিয়া জুড়ে কোভিড-১৯-এর প্যান্ডেমিক। আপনি নিজে ডাক্তার, ধরা যাক একজন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ, অংকোলজিস্ট। 'প্যান্ডেমিক' আপনার পেশেন্টদের রেয়াত করছে না। প্রেম সফল হয়নি। আপনি একজন হিউম্যানিস্ট, দেশের রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ। একজন প্রায় ভেঙে পড়া লোক। ক্লোজ শটে ধরা হবে। আপনি সানগ্লাস নামিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলবেন, ইজ এনবডি দেয়ার?

-আমি বলবো? কেন,আমি বলবো কেন?

-নইলে আমি আসবো কিভাবে?

-আপনিই বা আসবেন কেন, কে আপনি?

হাসলো।

আবার বললাম, কে আপনি, কী চান আমার কাছে?

মৃদু হাসি।

বলল, আমার নাম আগ্রহ।

-আগ্রহ? রিডিকিউলাস,আগ্রহ কারও নাম হয় নাকি?

-রে ক্রুজওয়েলের নাম শুনেছেন? না শোনারই কথা। ইনি গুগলের 'মেশিন-ইন্টিলিজেন্স' গুরু।এর একটা কথা বেশ ঘুরপাক খাচ্ছে এখন বৈজ্ঞানিক মহলে, 'May be our whole universe is a science experiment of some junior high-school student in another universe'. আপনি, আপনার এই ঘর, বাড়ি, সংসার, পৃথিবী সবই হয়ত একটা উন্নত ব্রহ্মাণ্ডের কোনও গ্রহের দুষ্টু ছেলের কাণ্ড, আপনি তার খেলার একটি চরিত্র মাত্র, যেমন অ্যান্তোনিয়াস বা ওই জোব্বা পরা মৃত্যু!আপনি অ্যান্তোনিয়াস আর আমি···

-সকাল সকাল আমায় চাটছেন কেন? কী চাই আপনার?

-আমি চাওয়া পাওয়ায় নেই। 'সেভেন্থ সীল' নিয়ে লিখবেন,বিষয় 'ফিল্ম রিডিং',তাই আমি এলাম।

-লিখবো তো আমি,আপনি কে?তাছাড়া এটা কোন ধরণের ফিল্ম রিডিং?

-আমি তো আপনার ওই লেখাটা থেকে উঠে এলাম। আর বললাম তো,আমার নাম আগ্রহ। অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির পিএ-৯৯-২ থেকে এসেছি। ভয় নেই,আমি রেডিয়েশন মুক্ত,আমাদের বিজ্ঞান আপনাদের চেয়ে কয়েক লক্ষ গুণ এগিয়ে।তো,অ্যান্ড্রোমিডা থেকে আ আর তাতে গ্রহ লাগিয়ে নাম বানালাম আগ্রহ।ভুল বললাম, আমি নাম দিইনি,আপনি দিয়েছেন।জানেনই তো বার্গম্যানের 'ব্রিংক অফ লাইফ' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সিলভিয়া প্লাথ লিখেছিলেন, 'থ্রি উওম্যান'। বেশ কয়েক দশক আগে 'সামার উইথ মনিকা'র পোস্টার দেখে 'ম্যাকঘ' লিখেছিলেন প্রেমের কবিতার একটা সিরিজ। তাহলে আপনিই বা কেন নতুন কিছু করবেন না?

ধরুন, 'ফিল্ম রিডিং'-এর প্রতিক্রিয়ায় আপনি একটা ফিল্মের 'স্ক্রিপ্ট' বা চিত্রনাট্য লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। এবার একবার 'স্ক্রিন'-এ দেখুন, আপনারই চিত্রনাট্য, কী তাইতো?

'সেভেন্থ সীল' ভাঙার পরে

(একটি পাঠপ্রতিক্রিয়াজাত চিত্রনাট্য' র খসড়া)

প্রথম দৃশ্যঃ

…

(ক্যামেরা নিচে নামবে। সিপিয়া রঙের প্রাবল্য। বালুচর-মরুভূমি। নায়ক ডাক্তার, অংকোলজিস্ট। হতাশ এখন। ক্যান্সার সারানো যাচ্ছে একটা স্তর অবধি।। কোভিড-১৯ কেড়ে নিচ্ছে ম্যাচিওর স্টেজে থাকা রোগীদের। কিছু করা যাচ্ছে না। মানসিক কষ্ট, মৃত্যু, হানাহানি নোংরা রাজনীতি দেখতে দেখতে এখন সিনিক। চল্লিশ বছর।বিয়ে করেনি। প্রেম করেছে,ব্যর্থ প্রেম। কিছুটা সিনিক,আবার অতটাও নয় যে সব ছেড়ে বিবাগি হয়ে যাবে। নাম, অন্তহীন। অন্তহীন বসু। ক্যামেরা ক্লোজ আপে ওর মুখ ধরছে যখন, পরিচালক এই ন্যারেশনগুলো দিতে থাকবে।)

ক্যামেরার ব্যবহার, নোটসঃ

….

১.বার্ডস আই শট (নেপথ্যে হাওয়ার শব্দ,নিচে বালুর ঘুর্ণি)

২. ক্লোজ আপ (নায়কের মুখ/সেতার বাজবে,ধীর লয়ে)

৩. ডাচ অ্যাঙ্গেল শট (ন্যারেশন দেবে পরিচালক।পরিচালককে দেখানো হবে,দ্রুত।।নায়কের মুখের টেনশন ধরা পড়বে,নেপথ্যে সেতারের ঝালা)

…

দ্বিতীয় দৃশ্য

…

(বালুর ঘুর্ণি স্তিমিত। মাঝারি হাইটের 'ট্যানড' একজন পুরুষ,চোখ,নাক যথাযথ, আবির্ভূত হয়।)

অন্তহীন(বিস্মিত)-কে আপনি?

-আগ্রহ

- আগ্রহ? এটা নাম আপনার? পেশেন্ট?

-না

-তো?

-আপনাকে নিতে এসেছি

-মানে?

-কাল রাতে 'সেভেন্থ সীল' দেখেছিলেন?

-মাঝে মাঝেই দেখি, তো?

-ঠিক করুন, দাবা খেলবেন না যাবেন আমার সঙ্গে?

- আপনিই মৃত্যু? আমি মৃত্যুময় পরিবেশে থাকি।আমার চাকরি। জীবনকে ফেরাতে চাই। কখনো হয়,কখনো হয় না। মৃত্যুভয় আমার নেই। আর দাবা খেলার ইচ্ছেও নেই। আপনি যদি মৃত্যু হয়ে থাকেন,তুলে নিন আমায়। আমি আর পারছি না।

-রিয়া চলে গেছে,তাই?

-আপনি রিয়াকে চেনেন? কে আপনি বলুন তো?

-আমি মৃত্যু নই। আমি একজন,ইয়ে মানে গেমচেঞ্জার। তার আগে মেনে নিতে হবে যে আপনি একটা সিমুলেটেড বা অনুরূপিত দুনিয়ায় আছেন।যারা এই ব্রহ্মাণ্ডর প্রোগ্রামার তাদেরই একজন আমি।এই ব্রহ্মান্ডর সৃষ্টি থেকে বিলয় সব আমাদের খেলার অংশ।আপনি জানেনও না যে আপনার অস্তিত্বটা সিমুলেটেড। আমাদেরই করা প্রোগ্রাম অনুযায়ী শীতযুগ আসে। মাটির নিচে প্লেটগুলোয় ধাক্কা লেগে ভূমিকম্প হয়,ঝড়, ঝঞ্ঝা, বন্যা হয় আর বারেবারে যুদ্ধ হয়, ধর্মের অজুহাতে,রাষ্ট্রের অজুহাতে। একেকটা ধাক্কায় প্রচুর মানুষ মারা যায়, ফসল নষ্ট হয়,মুনাফাখোররা লাভ করে,চাষাবাদ হয়,পুঁজি তৈরি হয়,শোষক আর শাসিত হয়। প্রেম, ভালবাসা, প্রজনন, বিভিন্ন কামজ অভ্যাস, বিভিন্ন তন্ত্র, মত ও মতের পার্থক্য, শিল্পকলা,সঙ্গীত, বিনোদন আর বিপণন,সবই আমরা আমাদের প্রোগ্রামের বিভিন্ন স্তরে সক্রিয় করেছি,আপনার ভিক্টিম মাত্র..

-বেশ, মেনে নিলাম আপনি কোন জালিয়াত বা ঢপবাজ নন। তবু বুঝতে পারছি না আপনি কী চান আমার কাছে?

-সেভেন্থ সীলের কথা ভাবুন, মৃত্যু অ্যান্তোনিয়াসের কাছে তার জীবন চেয়েছিল।আমি তা চাইবো না।কারণ আমি মৃত্যু নই।আমি একটা খেলার পরিচালক। আপনি একজন জীবন্ত মানুষ। একজন খেলোয়াড়। আমি আপনাকে একটা সুযোগ দিতে পারি

-কী রকম? আমি কিন্তু দাবা খেলবো না

-না না ওটা বার্গম্যানের টুল। আমি আপনাকে জীবন নতুন ভাবে শুরু করার সুযোগ দিতে পারি! এখন আপনি চল্লিশ। আমি আপনাকে নিয়ে যাবো আপনার শুন্য বছরে। শিশু করে দেবো। আবার জীবন শুরু,আরো চল্লিশ বছর।আমাদের প্রোগ্রাম অনুযায়ি আপনার আয়ু আশি বছর।তো,আমি আপনাকে আরেকটা চান্স দেবো।হতে পারে যে ভুলগুলো আপনি করেছিলেন সেগুলো করবেন না।হতে পারে বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে আপনি নিজের বাংলা-রক-এর ব্যান্ড গড়ে তুলবেন। রিয়া সেই ব্যান্ডের ফিমেল ভয়েস। হতেই তো পারে,তাই না?

অন্তহীন চুপ।

হাওয়ার শব্দ। আর নিশ্বাসের শব্দ এক থেকে হাজার হাজার।

শব্দ বাড়তে বাড়তে কমে আসে।

নৈশব্দ।

অন্তহীন বলে,আমি রাজী!

…

ক্যামেরার ব্যবহার,নোটসঃ

১. মিডিয়াম শট

২. ওভার দ্য শোল্ডার শট, অন্তহীনকে টার্গেট করে।

৩. জুম শট(আগ্রহ আর অন্তহীনকে ধরবে)

৪. ক্লোজ অন্তহীনের

৫.টিল্ট শট (আগ্রহ আর ধুলো ঝড় এবং পিছনের প্রেক্ষাপট নিয়ে)

৬.এক্সট্রিম ক্লোজআপ (অন্তহীনের)

(ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকঃ সেতার,চেম্বার মিজিক থেকে কোনও অংশ আর প্রাকৃতিক শব্দ)

...

বলল, কী আপনার লেখা নয়?

আমি লোকটার দিকে তাকিয়ে বিভ্রান্ত হতে থাকি, যেমন আমরা হই সারাজীবন।আর ভাবি এক 'ইলিউশনারি' শট-এর কথা। জলকাঁপা স্তিমিত মরে আসা আলোর খেলায় যা থাকবে কিছুক্ষণ।

নিজেকে বের করে আনি।

বলি, মনে পড়ছে না।

লোকটি হাসে। বলে, ফিল্ম রিডিংকে নতুন একটা স্পেস দিচ্ছেন আপনি।একটা ফিল্ম দেখে তাকে নিজের চিত্রনাট্যে পড়ে নিচ্ছেন, আগে কখনো হয়েছে এমন?

আমি বললাম, স্ক্রিপ্টটা আমারই, কখন লিখেছি জানি না,আদৌ শেষ হবে কিনা জানি না, তবে 'সেভেন্থ সীল' একটা খোঁজ ছিল, আর আমি যা লিখেছি মানে যা আমার লেখা বলে মনে হচ্ছে তাতে খোঁজ কোথায়?

বলল, কী রকম খোঁজ ছিল 'সেভেন্থ সীল'-এ বলবেন?

-ওই যে বিখ্যাত দৃশ্য, বন্দী অ্যান্তোনিয়াস কারাগারের কুঠুরি থেকে মৃত্যুকে বলছে, we carve an Idol out of fear and call it God! পরিপ্রেক্ষিতটা ভাবুন। ক্রুসেড ফেরত নাইট, মৃত্যু যার কাছে জলভাত সে তার উপলব্ধি জানাচ্ছে,নির্ভয়ে। সামনে স্বয়ং মৃত্যু, তাকে মেনে নিলে ঈশ্বরকেও মানতে হয় অথচ 'অ্যান্তোনিয়াস ব্লক' মানল না।তার খোঁজ যাবতীয় আধিভৌতিকতার সঙ্গে ক্ল্যাশ করে, তাদের অতিক্রম করে আর অস্বীকার করে। 'অ্যান্তোনিয়াস' প্রশ্ন তুলতে থাকে।অথচ প্রশ্নগুলো 'মৃত্যুনাচ'-এর অপার্থিব রহস্যে হারিয়ে যায়। এটাও একধরণের ফ্যালাসি। কারণ,শেষ পর্যন্ত এই ফিল্ম,তার ডায়ালোগ, ক্যামেরা, থিম,

চরিত্র সবই মানুষের সৃষ্টি, এমনকি আধিভৌতিকতাও। আমার মনে হয়েছিল,যদি 'সেভেন্থ্ সীল' কে 'রীড' বা পড়ে উঠতে চাই আরেকটা চিত্রনাট্যে পড়তে হবে। ভেবেছিলাম, লিখিনি।

-তাহলে, এই দুটো দৃশ্য কে লিখল? এই যে আমি, আপনি কথা বলছি এও স্ক্রিপ্টেড। আপনার যা কিছু লেখা, সবই একটি বড় লেখার সামান্য পংক্তি। আমি আড়াই লক্ষ আলো-বছরের দূরত্ব পার করে এসেছি। এটাও স্ক্রিপ্টেড। মাথায় তৈরি সব,আপনাদের চেয়ে হাজার হাজার বছর এগিয়ে থাকা মগজের ক্ষমতার সামান্যই আপনাকে দেখালাম। দেখুন,আপনি কিন্তু মনে, মনে চিত্রনাট্যকে নিয়েই ভেবে চলেছেন।এবার আসুন অনুসরণ করি আপনার ভাবনাস্রোতটিকে।

১৯৯৯-এর ৩১ ডিসেম্বর।

আপনি দুম করে মেডিক্যাল কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। এখন সিকিমের রাবংলায় আপনারা। বাড়িতে বাবা,মা স্তম্ভিত। চিন্তিত। পড়াশোনা ছেড়ে কোথায় আপনি? রিয়া গান গাইছে, একে জ্যোৎস্না, দুইয়ে হোকনা কিছু ভাবনা অতলান্ত/ তিনে তিনবার বাজে খুনখার চারে পথ হয় অসমাপ্ত···

কাল ১ জানুয়ারি,২০০০।

আপনি আর রিয়া একসঙ্গে এসেছেন। আজই ব্যান্ডের আরও ছ'জন সদস্য আসবে। রিয়া আর আপনারা সাতজন। সেভেন্থ্ সীল খুলে যাবে আবার,সাতজন দেবদূত! তো,আপনি তো বোকা নন।কাজে লাগাবেন সাত ভাই চম্পার থিমটাকে। ব্যান্ডের সাতজন আর একজন চম্পা, এক্ষেত্রে রিয়া। একটা বাঙালিয়ানা রাখতে হবে,তাইনা? এঞ্জেল,ফেঞ্জেল বার্গম্যানে ঠিক আছে,এখানে সাত ভাই চম্পায় দর্শক রিলেট করতে পারবে, আপনার চিত্রনাট্য তো 'কপি' নয় 'সেভেন্থ্ সীল' -এর,এটা একটা ক্রিয়েটিভ রিডিং-এর ফসল।

বললাম,ভাই?

-না,না আপনি ছাড়া সবাই বন্ধু। কপি নয় এই চিত্রনাট্য,একধরনের কন্টিনিউটি
-যেটা আমি লিখছি? অথচ কখন লিখছি বুঝতে পারছি না
-'সেভেন্থ্ সীল'-এ এমন কিছু ঘটনাপ্রবাহ আছে যা ঠিক বোঝার নয়।আবার দেখুন ওই মৃত্যুনাচের দৃশ্যে, যখন দিব্যদৃষ্টি দিয়ে 'জফ' দেখছে ছায়াবী মায়ায় একে একে সব চরিত্রগুলো মুছে যাচ্ছে,আচ্ছা আপনার মনে হয়নি যে কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী আর সেই কুকুরটার মহাপ্রস্থানে যাওয়ার চলমান ছবিটির সংগে?আপনি এটা ভাবলেন বলেই অথবা ভাববেন বলেই কিংবা ভাবছেন বলেই, আপনি যখন আবার চল্লিশ বছরে পৌঁছবেন,তখন নিজেকে মুছে দেবেন,ধীরে ধীরে শরীরের সব অংশ আপনার মুছে যাবে।ক্যামেরা সময় নিয়ে দেখাবে এই মুছে যাওয়াগুলো।আর এর ভেতরেই উঁকি দেবে কিছু ছেঁড়া দৃশ্য।কোভিড,ক্যান্সারাক্রান্ত মুখ,উদ্দাম গিটার, দাঙ্গা, হত্যা, ছাঁটাই,রিসেশনের কাটিং,ওষুধ আর কোভিড প্রতিষেধক নিয়ে 'হু' র বক্তব্য আর একটা গান..তরী আমার হঠাৎ ভেসে যায়···চলুন দেখা যাক,সরি পড়ে নেওয়া যাক আপনার স্ক্রিপ্টের তৃতীয় অংশটা।

আমি অবাক হচ্ছি না আর। জানি না বেঁচে আছি কিনা! যা হচ্ছে বা হয়ে চলেছে,আমার হাতে নেই।এই যে আগ্রহ নামের গ্যালাক্সিবাহিত লোকটা(লোকই তো?) একের পর এক বিস্ময়ে আমায় নিয়ে যাচ্ছে এটাকে কী বলা যায়?পুরোটাই মনের রোগ? স্বপ্ন? একটা ফিল্ম দেখে লিখতে বসেছিলাম, বহুবার দেখা একটি ফিল্ম,এর মধ্যে আমি ঢুকে গেলাম কিভাবে? আর এই 'সায়েন্স ফিকশন' সুলভ ঘটনাগুলো,কী এসব?

তৃতীয় দৃশ্য

…

(রাবংলা,সিকিম।অন্তহীন আর রিয়া।অন্তহীন ম্যাডিকাল কলেজ ছেড়ে চলে এসেছে।সংগে রিয়া।ওর বান্ধবী,প্রেমিকা?ওরা একটা ব্যান্ডের সদস্য।আরও ছজন আসবে।আজ ৩১ ডিসেম্বর,১৯৯৯।কাল নতুন শতক আর নতুন সহস্রাব্দের শুরু।সময়, বিকেল চারটা।রিয়া আর অন্তহীন মৈনাম পাহাড়ে ওঠার রাস্তায় একটা টিলার কাছে।পরিচালক আগ্রহ আছে তার টিম নিয়ে)

অন্তহীন-খুব রিলিভড লাগছে।আমি ডাক্তার হতে চাইনি।

রিয়া-ঠিক আছে তো! এবার আমাদের গ্রুপটাকে একটা আন্তর্জাতিক 'লুক' দিতে হবে।গান লিখতে হবে 'ফোক' আর এখনকার আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা মিশিয়ে।

অন্তহীন-আর আমাদের কী হবে রিয়া?

রিয়া-হয়ে যাবে কিছু একটা।এখন আমরা একসঙ্গে আছি,কী তাইতো?

অন্তহীন-আজ তোমায় বলি।আমার একটা ক্রাইসিস আছে ভেতরে।যখন তোমার সঙ্গে সেক্স করি আমি না তোমায় ভাবি না, একটা মেয়ে আছে ঈশা,শি ইজ অ্যান এসকোর্ট, আই থিংক অফ হার!আমি কী তাহলে তোমায় ভালবাসি না?

আগ্রহ-কাট্!এ সব কী হচ্ছে?এখানে শুধু ব্যান্ডের নেক্সট প্রোজেক্ট নিয়ে কথা হবে।হাউ কাম সেক্স?

রিয়া-দেখুন আগ্রহ।এটা আমার ওর ব্যক্তিগত স্পেস,আপনি ঢুকছেন কেন?

অন্তহীন-একদম।স্ক্রিপ্টেড কিছু করবো না বলেই তো ডাক্তারি পড়া ছেড়েছি।ওটা বাবার স্ক্রিপ্ট ছিল।কোনও স্ক্রিপ্ট আর মানবো না।

আগ্রহ-মানতে হবে। আপনার এই জীবন আর সময়টা আমার দেওয়া। আপনি তো ডাক্তার ছিলেন,আপনার সময় ছিল ২০২০,আমি আপনাকে আবার ১৯৯৯-এর ৩১ ডিসেম্বর দিয়েছি, আপনি এখন রিয়ার সঙ্গে,আপনারা আর আপনাদের বন্ধুরা মিলে আপনাদের ব্যান্ড' কে একটা 'নিউ লুক' দেবেন।এখানে কিছু গানের শুটিং হবে, এটাই ঠিক হয়ে আছে।

রিয়া-ঠিক হয়ে আছে মানে?আপনি তো পরিচালক,ভগবান হতে চাইছেন কেন?

আগ্রহ-ভগবান আবার কী? ওটা আমরা আপনাদের মাথায় ঢুকিয়েছি। অস্ত্র হিসেবে তুলে দিয়েছি রাজনৈতিক দলগুলোকে,তারা তৈরি করেছে চরমপন্থীদের।যারা ধর্মের নামে মানুষ মারছে,দাংগা লাগাচ্ছে, জেহাদ ঘোষণা করছে। এভাবেই দুভাগ হয়ে যাবে পৃথিবী।বাজার আর পুঁজিও দুভাগ হয়ে যাবে।দীর্ঘ যুদ্ধ হবে,দীর্ঘ দীর্ঘতম যুদ্ধ।শেষ হয়ে যাবে সাধের পৃথিবী।হবেই।এটা আমরাই করবো।খেলা শুরু আমরা করেছি, শেষ আমরা ছাড়া আর কে করবে?

অন্তহীন-এই আগে থেকে ঠিক করা ব্যাপারটা আমি মানবো না।আমি আর রিয়া বা আমরা কেউই কোনও কর্মসূচী মানবো না।আর এই যে সব গল্পগাছা, 'সেভেন্থ সীল' থেকে ঝাড়া থিম নিয়ে করা এই চিত্রনাট্য এসব পাব্লিক নেবে না। আপনি ফিরে যান ওই ঢপের গ্যালাক্সিতে। আমরা আমাদের মত থাকি!

আগ্রহ-এই যে আমি আছি,এটাই আমার প্রমাণ।আমায় দেখুন।আমি সম্ভাবনা।আমিই সত্য।আমি মানে আপনাদের থেকে অনেক এগিয়ে থাকা বিজ্ঞান। কোথায় পালাবেন? আপনি আমার শর্ত মেনে নিয়েছেন,আমি আপনাকে কুড়ি বছর বয়সে নিয়ে গিয়েছি, চাইলে হামাগুড়ির স্টেজেও নিয়ে যাবো। আপনার ফেরার রাস্তা বন্ধ।আর 'সেভেন্থ সীল' -এরই তো এটা পাঠ প্রতিক্রিয়া।মৃত্যুর চেয়ে বড় হয়ে ওঠার প্রতর্ক এখানে চরিত্র হয়ে উঠছে। ওখানে প্লেগ।এখানে কোভিড।ওখানে ধোঁয়াশা,এখানে আশা।

(এই দৃশ্যে পরিচালক নিজেও অভিনেতা। ক্যামেরার ব্যবহারঃ ট্র্যাকিং শট, পয়েন্ট অফ ভিউ শট, মিডিয়াম শট, ক্লোজ আপ।মিউজিকঃ তবলার লহরা,সেতার)

বলল, চিত্রনাট্য কিন্তু ছেলেখেলা নয় আর আপনি যা করতে চাইছেন আগে কখনো কেউ করেনি বলেই চ্যালেঞ্জটা বেশি।তবে, মৃত্যু যেহেতু আল্টিমেট ট্রুথ এবং সেক্স হল একধরণের আল্টিমেট প্লেজার,আপনি রাবংলার ওই দৃশ্যে সেক্সকে আচমকা না এনে,ধীরে সুস্থে আনলেই তো পারতেন!

-আমি লিখছি নাকি এসব? হয়ত আপনিই লেখাচ্ছেন। 'সেভেন্থ সীল'-এর মৃত্যুর সঙ্গে দাবা খেলার মধ্যে যে নিপুণ ফ্যালাসি রয়েছে আপনার এই জীবনকে রিফ্রেশ করার আইডিয়াতে তার বিন্দুমাত্রও নেই।আমি এই চিত্রনাট্যটা আর লিখবো না। তাছাড়া ডায়ালোগগুলো কেমন যেন হেরে যাচ্ছে এই চিত্রনাট্যে, খাপছাড়া মনে হচ্ছে। 'সেভেন্থ সীল' থিমেটেক্যালি ঘোরাফেরা করেছে এই রিভিলেশন-এ। "And when the Lamb had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour" (Revelation 8:1). এই যে নৈশব্দ যা জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে নিরন্তর থাকে,বার্গম্যান ওই দাবা খেলার দৃশ্যে সেই নৈস্তব্ধকে 'অ্যালেগোরিক্যালি' ফুটিয়ে তুলেছেন,কারণ ওটাই ছিল মধ্যযুগের অন্যতম শিল্পাঙ্গিক।এখানে কোথায় সেই গুন্নার ফিশারের বারোক-প্রায় চিত্রায়ন? কোথায় ক্যামেরার ব্রাশ হয়ে ওঠা? কোথায় বাইবেলের মত ধর্মসূত্র?

-আপনি তো লিখতেই চাইছেন না।এই যে জীবনের আগে ও পরে মানুষের অভিযাত্রা, এটা ওই মধ্যযুগীয় ক্রুসেড পরবর্তী সময়ে যতটা ভাবনার দিক দিয়ে প্রাসঙ্গিক ছিল এখন এই একবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে করোনার আবহেও প্রাসঙ্গিক নয়।তাছাড়া আপনি পাঠান্তিক একটা লেখ্য তৈরি করছেন,যা 'সেভেন্থ সীল' থেকে উৎপন্ন হলেও 'সেভেন্থ সীল' নয়, একধরণের রিডিং,ফলিত পাঠ যা আগে কেউ করেনি।

-শট ১৩/১/৫৫,একটা কাউন্টার শট আছে,সেই বিখ্যাত চার্চের দৃশ্যে যেখানে ক্যামেরা মৃত্যুর পেছনে, ব্লককে মুখ না দেখিয়ে মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে। চার্চের শিকের ছায়া পড়েছে ব্লকের উপরে, ব্লক শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

Block: "I want knowledge. Not belief. Not surmise, but knowledge. I want God to put out his hand, show his face, speak to me."

Death: "But he is silent."

Block: "I cry to him in the dark, but there seems to be no one there."

Death: "Perhaps there is no one there."

Block: "Then life is a senseless terror. No man can live with death and know that everything is nothing."

Death: "Most people do not think of death or nothingness."

Block: "Until they stand on the edge of life and see the darkness."

Death: "Ah, that day"

Block: "I see. I must make and idol of our fear….and call it God."

Death: "You are uneasy."

Block: "Death visited me this morning. We are playing chess. This respite enables me to perform a vital errand."

Death: "What errand?"

Block: "My whole life has been a meaningless search. I say it without bitterness or self-reproach. I know it is the same for all. But I want to use my respite for one significant action."

আমি আর আগ্রহ হেসে ফেললাম।

বললাম, মৃত্যু আছে

বলল,না নেই। ওটা একটা সিচুয়েশন

বললাম, একটা মানুষ চিরদিনের জন্য নেই,এটা সিচুয়েশন শুধু? অবস্থা মাত্র?

বলল,হ্যাঁ। এখানেই তো নিজেকে বিছিন্ন করতে হবে। 'সেভেন্থ সীল' একটা মুভি। আপনি একজন ক্রিটিক।সিচুয়েশন হে সবকিছু।ওই ভগবানও।

বললাম, তিনি কোথায়?

বলল, নেই। দিক ধরে দেখলে নেই। ঈশ্বর একটা ধারণা। ধারণাগুলো প্রতিস্থাপিত।

বললাম, তবু জন্ম আর মৃত্যু, একটা স্ট্রাকচার। অপমৃত্যু বা অসময়ের মৃত্যু ওই স্ট্রাকচারেরই অংশ,এসব প্রমাণিত। কিন্তু পুনর্জন্ম বা নতুন জন্ম অবৈজ্ঞানিক। 'সেভেন্থ সীল' একটা সত্যান্বেষণ, তার রিডিং এত অবৈজ্ঞানিক হবে কেন?

বলল,সত্য হল সম্ভাবনা। আর জন্ম এবং মৃত্যুও একটা সম্ভাবনা কিন্তু তা জড়। স্থির। সত্য খুঁজতে হলে এখন ভাবনাকে বাড়াতে হবে, দাবাখেলার প্রতীকে আটকে থাকলে চলবে না, ঈশ্বর একটা কাল্পনিক বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তি। আবার মায়ার অংশও। বেঁধে ফেলে।

বললাম,তাইতো একটা নতুন চিত্রনাট্য লিখছিলাম। 'মানবো না এই বন্ধনে' কিন্তু আমার প্রিয় গান।

বলল,আর তাই আমি এখানে। আমি ক্যাটালিস্ট। 'সেভেন্থ সীল'-এর পাঠ প্রতিক্রিয়ার নামে যা হত,তা হল পোস্ট-মর্টেম।আপনার রিডিং-এ একটা সুযোগ পাক এখনকার অ্যান্তোনিয়াস ব্লক,অন্তহীন। সাতভাইয়ের 'ব্যুহ' গড়ে উঠুক রিয়াকে ঘিরে। তার বাইরে রেপ, বৌ-পোড়ানো, স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যাওয়া ইত্যাদি।আপনার সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি আর রিয়া সহাবস্থান করবে কিনা,এটা চিত্রনাট্যে জিইয়ে রাখুন,কারণ ফ্যান্টাসিও সত্য! আর কল্পনা করুন, শেষে যখন আমি চাইছি পৃথিবীর এই কোণে জমে ওঠা রসায়নটি ভেঙে দিতে তখন রাবংলায় মৈনাম পাহাড়ের মাথায় আপনারা উঠে যাচ্ছেন ২০০১-এর পয়লা জানুয়ারির প্রথম সূর্যোদয় দেখবেন বলে। মহাপ্রস্থান নয়,ওটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে কিন্তু প্রস্থান তো বটেই, শতাব্দীর, সহস্রাব্দের!

আরেকটা সকাল। আগ্রহ নেই। ফিরে গেছে হয়ত অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি'র পিএ-৯৯-২ গ্রহে। আর নতুন কোনও খেলায় মেতে উঠেছে।আমি ভাবলাম, এই যে মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবিলা না করিয়ে আগ্রহ জীবনকে এগিয়ে দিল বা ফিরিয়ে দিল এটাই কী একটা 'রিডিং' হতে পারে না 'সেভেন্থ সীল'-এর? মৃত্যুর পরে কী,এই প্রশ্ন অ্যান্তোনিয়াস ব্লকের ছিল, অন্তহীন কী তারই একুশ শতকীয় প্রক্ষেপ,যে আর মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে আগ্রহী নয়,যে ঘটনাচক্রে সব আগ্রহ হারানো একটা মানুষ,তবে কোনও কোন ভাবে আবার বেঁচে ওঠার একটা পরিসর চায়।আগ্রহ দেয় সেই পরিসর। 'সেভেন্থ সীল' -এর অবধারিত মৃত্যু অবধি দাবাখেলা নির্ভর পরিসর নয়,আগ্রহ তাকে মেরে ফেলেই আবার তার ফেলে আসা সময়ে নিয়ে যায়। প্রথমে কুড়ি বছর। তারপর আরও ছোট বয়সে হয়ত বা আরেকটু বেশি বয়সে।সবটাই হয়ত প্রাকনির্দিষ্ট এক খেলার অংশ। মৃত্যুর চেয়েও বড় কোনও বহুদূরের বুদ্ধিমান মগজের খেলায় আমরা হয়ত রচিত হয়ে চলেছি।এই সম্ভাবনা বেশ একটা সত্য হয়ে উঠতে পারে,এতটা ভেবে আমি ভাবলাম লিখে ফেলি একথাই যে, 'সেভেন্থ সীল' আমায় এই এতটা নিয়ে এল,এমন একটা বিস্ফারে যে আমায় তার মুখোমুখি হতেই হবে,লিখে ফেলতে হবে বাকি চিত্রনাট্য।

আমি ল্যাপটপ খুলে 'সেভেন্থ সীল' ফাইলটা খুললাম। খুলল। একটা প্রিন্ট আউট নিতে চাইলাম। প্রিন্ট বাটন টিপতেই মেসেজ এল, 'Windows cannot access the specified device, path, or file'। বারবার চেষ্টা করলাম। একই মেসেজ আসছে।বেশ কিছুক্ষণ পরে আগ্রহ'র মুখ ল্যাপটপে। হাসছে। বলল,আপনি পারবেন না, প্রিন্ট নেওয়ার জন্য বা চিত্রনাট্যের পরের অংশ লেখার জন্য আমায় আসতে হবে, আপনারা এখনো এই প্রোগ্রাম থেকে কয়েক হাজার বছর পিছনে রয়েছেন।ভাবুন আসবো কিনা!

আমি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম,এখন থাক।

আর মাথায় ভরে নিতে থাকলাম অসমাপ্ত চিত্রনাট্যকে, মাথা যেভাবেই হোক আর কোথাও বন্ধক রাখবো না। বিক্রি করবো না।

স্ক্রিন জুড়ে একটা 'ইমোজি' । হাসছে। আগ্রহ, গ্রহ, বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড হাসছে, হেসেই চলেছে...

চিত্রসূত্রঃ IMDB

Copyright © 2020 Swapan Roy, Published 31st Dec, 2020.

স্বপন রায় ১৯৮০র দশকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবিদের মধ্যে। 'কবিতা ক্যাম্পাস' পত্রিকার একদা সম্পাদক। 'নতুন কবিতা' ধারণা ও পত্রিকার সহ-জনক, স্বপন তাঁর অসংখ্য মাধুরীময় কাব্যগ্রন্থে তাঁর কবিকৃতির পরিচয় রেখেছেন, অন্তমিলহীন, ধ্বনিজাত লিরিকের প্রয়োগকে এতটাই নবনির্মিত করেছেন যে তাঁর অনুরাগী ও অন্যগামীর সংখ্যাহীনতা প্রায় একইরকম। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ: আমি আসছি (সংস্কৃতি খবর, ১৯৮৪), চে (সংস্কৃতি খবর, ১৯৯০), লেনিন নগরী (কবিতা ক্যাম্পাস, ১৯৯২), কুয়াশা কেবিন (নতুন কবিতা, ১৯৯৫), ডুরে কমনরুম (কবিতা ক্যাম্পাস, ১৯৯৭), মেঘান্তারা (নতুন কবিতা, ২০০৩), হ থেকে রিণ (নতুন কবিতা, ২০০৯), স্বপনে বানানো একা (সঙ্কলন, কৌরব, ২০১০), দেশরাগ (নতুন কবিতা, ২০১১), সিনেমা সিনেমা (নতুন কবিতা, ২০১৫), মাধবী সিরাপ (নতুন কবিতা, ২০২০)। মুক্ত কাব্যিকগদ্যেও সমান সক্রিয় স্বপন লিখেছেন অনেকগুলি বই - স্বর্গের ফোকাস (কবিতা ক্যাম্পাস), রুয়ামের সঙ্গে (কবিতা ক্যাম্পাস), একশো সূর্যে (নতুন কবিতা, ২০০৯), কুঁচবাহার (ঐহিক, ২০১৭) প্রভৃতি।